بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
6

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার,14 এপ্রিল, 2016 6 রজব 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযুর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

সাহাবাগণের (রাঃ) যুগ হইতে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত সকল ইসলামী ফেরকা এই ব্যাপারে একমত যে, ইসলামের তাৎপর্য ইহাই যে, মানুষ খোদাতা'লাকে এক-অদ্বিতীয় মনে করে এবং তাঁহার সত্তা, অস্তিত্ব ও একত্বের উপর ঈমান আনে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

এই ভয়-ভীতিপূর্ণ যুগে মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তিদের জন্ম হইয়াছে, যাহারা নাজাত (মুক্তি) -এর জন্য আঁ হযরত (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনা এবং তাঁহার অনুবর্তিতা করা জরুরী মনে করে না। তাহারা কেবল খোদা তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করাকেই বেহেশতে প্রবেশ করার জন্য যথেষ্ট মনে করে। এইরূপ রহিয়াছে যাহারা কেবল মিথ্যাচার-জুলুমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অথবা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আমার সম্পর্কে নানা ধরনের অহেতুক আপত্তি উত্থাপন করে। কোন কোন আপত্তির উদ্দেশ্য এইরূপ মনে হয় যাহাতে লোকেরা এই সিলসিলা থেকে মুখ ফিরাইয়া নেয়। কোন কোন আপত্তি আবার এইরূপ যাহাতে মনে হয় ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে তাহাদের প্রকৃতি অক্ষম। তাহদের প্রকৃতিতে দুষ্টামী নাই , কিন্তু প্রজ্ঞাও নাই। তাহদের জ্ঞানে প্রশস্ততা নাই, যদ্বারা তাহারা নিজেরাই প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিতে পারে। এই জন্য পুস্তিকাটির শেষ অংশে তাহাদের সকলের সন্দেহ দূর করা আমি অতীব প্রয়োজনীয় মনে করি।

এই সকল সন্দেহ দূর করার জন্য মনোনিবেশ করার প্রয়োজন ছিল না। কেনন, আমার অনেক পুস্তকের বিভিন্ন জায়গায় এ সকল অহেতুক আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাতিয়ালা রাজ্যের এসিষ্টেন্ট সার্জন আব্দুল হাকিম খান নাম এক ব্যক্তি ইতিপূর্বে আমার সেলসেলায় বয়াত গ্রহণ করিয়াছিল। আমার সহিত কম সাক্ষাতের ফলে এবং আমার সহিত সংস্পর্শ না রাখার দরুন সে ধর্মের সত্যতা হইতে কেবল মুখ ফিরাইয়াই নেয় নাই এবং বঞ্চিতই হয় নাই, অহংকার, চরম অজ্ঞতা, দাম্ভিকতা ও কুধারণার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের দুর্ভাগ্যে সে ধর্মত্যাগী হইয়া এই সিলসিলার দুশমন হইয়া গেল। তাহর পক্ষে যতখানি সম্ভব ছিল খোদার জ্যোতিকে ফুৎকারে নিভাইয়া দেওয়ার জন্য সে অজ্ঞতাপূর্ণ লেখায় বিষোদ্গার করিতেছে। যে দীপ খোদা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন সে ইহাকে নিভাইয়া দিতে চাহে। এই জন্য আমি যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছি যে, তাহার কোন আপত্তির সংক্ষিপ্ত উত্তর এইরূপে লিখিয়া দিব যাহা জনগণের অবগতির জন্য যথাযথ উত্তম হয়। কেনন, উদাসীনতা ও জাগতিক ব্যস্ততার দরুন জনগণের পক্ষে আমার সকল পুস্তক ঘাঁটিয়া এই উত্তর জানিয়া নেওয়া নেহায়েত মুশকিলের কাজ হইবে।

অতএব, প্রথমে ঐ বিষয়টি লেখা উচিত যাহার দরুন আব্দুল হাকিম খান আমর জামা'ত হইতে পৃথক হইয়া গেল। তাহা এই যে, তাহার বিশ্বাস পারলৌকিক মুক্তির জন্য আঁ হযরত (সাঃ) -এর উপর ঈমান আনার প্রয়োজন নাই; বরং যে ব্যক্তি খোদাকে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করে (যদিও সে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অস্বীকারকারী হয়) সে মুক্তি লাভ করিবে। ইহাতে বোঝা যায়, তাহার মতে একজন ইসলাম ত্যাগ করিয়াও মুক্তি লাভ করিতে পারে এবং তাহাকে ধর্ম ত্যাগের জন্য শাস্তি দেওয়া অন্যায় হবে। উদাহরণ স্বরূপ, অতিসম্প্রতি আব্দুল গফুর নামে এক ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করিয়া আর্য সমাজে দাখিল হইয়াছে এবং নিজের নাম রাখিয়াছে ধর্মপাল। সে আঁ হযরত (সাঃ) -এর অবমাননায় ও তাঁহাকে (সাঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে দিনরাত লাগিয়াছে। সে-ও আব্দুল হাকিমের মতে সরাসরি বেহেশতে যাইবে। কেননা, আযয় সমাজীরা মূর্তি পূজা হইতে মুক্ত। কিন্তু যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, এইরূপ বিশ্বাস অনুযায়ী নবীগণের প্রেরিত হওয়া কেবল অর্থহীন ও খামাখা সাব্যস্ত হইবে। কেননা, যখন এক ব্যকিত নবীগণের অস্বীকারকারী ও দুশমন হইয়াও খোদাকে এক মানার দরুন মুক্তি পাইতে পারে তখন নবীগণকে যেন কেবল অকারণে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হইয়াছে। (৫) অন্যথা তাঁহারা ছাড়াও কাজ চলিতে পারিত। এবং তাঁহাদের অস্তিত্বের বড় বেশী প্রয়োজন হইতা না। যদি ইহা সত্য হয় যে, কেবল খোদাকে এক-অদ্বিতীয় বলাই যথেষ্ট তবে যেন ইহাও এক ধরণের শেরেক যে, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'- এর সহিত 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' কে আবশ্যকীয়রূপে একত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই মতাবম্বীরা 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলা শেরেকই মনে করে এবং খোদা তা'লার পরিপূর্ণ একত্ববাদ বলিতে ইহাই মনে করে যে,তাঁহার সহিত কাহারো নাম একত্রিত করা ঠিক নহে। তাহাদের মতে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিলে মুক্তিপ্রাপ্তি নিষিদ্ধ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি একই দিনে সকল মুসলমান আঁ হযরত (সাঃ) -এর নবুয়তকে অস্বীকার করিয়া পথ-ভ্রষ্ট দার্শনিকদের ন্যায় একক মওহীদকে যথেষ্ট মনে করে এবং নিজদিগকে কুরআন ও রসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর আনুবর্তীতার মুখাপেক্ষী মনে না করে এবং তাঁহার অস্বীকারকারী হয়, তবে তাহাদের মতে এই সকল লোক ধর্মত্যাগী হওয়া সত্বেও মুক্তি পাইয়া যাইবে এবং নিঃসন্দেহে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

কিন্তু এই বিষয়টি কোন সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট গোপন নহে যে, সাহাবাগণের (রাঃ) যুগ হইতে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত সকল ইসলামী ফেরকা এই ব্যাপারে একমত যে, ইসলামের তাৎপর্য ইহাই যে, মানুষ খোদা তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় মনে করে এবং তাঁহার সত্তা, অস্তিত্ব ও একত্বের উপর ঈমান আনে। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সাঃ)-এর নবুয়তের উপর ঈমান আনা এবং কুরআনে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ আছে উহার উপর ঈমান রাখা তাহার জন্য জরুরী। ইহাই ঐ বিষয়, যাহা প্রথম হইতেই মুসলমানদিগকে শিখানে হইয়াছে এবং ইহার উপর দৃঢ় -বিশ্বাস রাখার দরুন সাহাবাগণ (রাঃ) নিজের প্রান বিসর্জন দেন। কয়েকজন একনিষ্ঠ মুসলমান রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে কাফেরদের হাতে বন্দী হইয়া

এরপর আটের পাতার পর...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ

মৌলভী গোলাম নবী সাহেব নিয়ায,সাবেক মুবাল্লিগ ইনচার্জ জম্মু ও কাশ্মীর

তৃতীয় ভাগ

১৪ই মার্চ, ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় কুদরতের দ্বিতীয় প্রকাশক হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি (রাঃ) ৫২ বছর দীর্ঘ ও সফল খিলাফত কালের পর ৭ ই নভম্বর, ১৯৬৫ সালে গভীর রাত্রিতে মৃত্যু বরণ করেন। আল্লাহ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুক। ৯ নভেম্বর, ১৯৬৫ সালে দ্বিতীয় কুদরতে তৃতীয় প্রকাশক হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি (রহঃ) ৮ জুন, ১৯৮২ সালে গভীর রাত্রিতে মৃত্যু বরণ করেন।

১০ জুন, ১৯৮২ সালে, হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব দ্বিতীয় কুদরতে চতুর্থ প্রকাশক হিসেবে খলীফা নির্বাচিত হন এবং তাঁর যুগান্তকারী খিলাফত কাল পূর্ণ করে ১৯ শে এপ্রিল, ২০০৩ সালে ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় কুদরতের পঞ্চম প্রকাশক:

দ্বিতীয় কুদরতের পঞ্চম প্রকাশক সৈয়্যদানা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব, ২২ শে এপ্রিল, ২০০৩ সালে খলীফা নির্বাচিত হন।

খিলাফতের ছত্রছায়ায় জামাত আহমদীয়া ইসলামের তবলীগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছে এবং আল্লাহ তা'লা ইসলামকে অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করছে। হারবির্ট গোটস্ শার্ক নামে একজন খৃষ্টান লেখক তাঁর পুস্তক Welt bewegendl Macht Islam -এ লিখেছেন-

" পৃথিবীতে ইসলামের বিশ্ব ব্যপি ভ্রাতৃত্ব সেই সময় প্রকাশ পায় যখন মহম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে আরবের বিভিন্ন গোষ্ঠা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সপ্তম শতাব্দীতে ওমর (রাঃ) বিশ্ব জয় অভিযান শুরু করেন। ক্রুশীয় যুদ্ধের সময় এবং ১৬৮৩ সালে ভিয়েনার সামনে সেই শক্তির প্রবল পরাক্রম প্রকাশ্যে আসে। আজকে ইসলাম মতবাদ প্রসারের জন্য তরবারী প্রয়োগ করে না। পবিত্র যুদ্ধের অভিমুখ কেবল অবশিষ্ট ঔপনিবেশিক শক্তি গুলির দিকে রয়েছে। কিন্তু শান্তি প্রিয় জামাত আহমদীয়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশে তবলীগী অভিযানে সক্রিয় আছে।"

তিনি আরও লিখেন-

" আধুনিক ইসলামের এই শাখাটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। কেননা এখন এরা খৃষ্টান জগতে শিকড় বিস্তার করছে। এই জামাতটিই খৃষ্টানদেরকে ইসলামের গন্ডিতে টেনে আনার জন্য আপ্রাণ তবলীগ করছে। আমি এর পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টানদের তবলীগের ক্ষেত্রে জটিলতার কথা উল্লেখ করেছি। এখন স্বয়ং খৃষ্টানরাই এই জামাতটির যাবতীয় তবলীগী প্রচেষ্টার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এই জামাতটি ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় সমস্ত প্রমূখ শহরগুলিতে মিশন স্থাপনের মাধ্যমে খৃষ্টান জগতে, অতি সামান্য হলেও,ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। এই জামাতে কার্যকরী প্রপোগান্ডার ব্যবস্থাপনা রয়েছে। বক্তব্য, সংবাদ-পত্র, এবং রেডিও-র মাধ্যমে নিজেদের মতবাদের প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। "

(সাহেব যাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেব, মরহুম-এর জলসা সালানা ১৯৬৭-তে প্রদত্ত ভাষণ থেকে সংকলিত)

খিলাফতের কল্যাণেই আজকে রেডিও ছাড়াও আজকে এম.টি.এ নামে একটি শক্তিশালী টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপনা করার সৌভাগ্য হয়েছে। এই চ্যানেল দিবা-রাত্রি এক ও অদ্বিতীয় খোদার মহত্ব এবং আঁ হযরত (সাঃ) -এর সত্যতা প্রচার হচ্ছে এবং হতে থাকবে। ইনশাল্লাহ্ ॥ খিলাফতে আহমদীয়া ইসলামীয়ার এই দ্বিতীয় যুগে ইসলাম অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। ইনশাল্লাহ্ ॥ এখন জগতের কোন শক্তি এই অটল ঐশী তকদীরকে প্রতিহত করতে পারবে না। আকাশ ও পৃথিবী এবং বিশ্ব-আহমদীয়াত এবিষয়ের সাক্ষী আছে যে, আহমদীয়াতকে ধ্বংস করতে কেবল মৌলবীরাই নয় বরং বিভিন্ন দেশের সরকারও নিজেদের অর্থ অপচয় করেছে। কিন্তু ঐশী তকদীর তাদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। ১৯১৮, ১৯১৪, ১৯৩৪, ১৯৩৯, ১৯৫৩,১৯৬৫, ১৯৭৪, ১৯৮২,১৯৮৪ এই বছরগুলিতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির অভিমুখ পরিবর্তন কারী একমাত্র মহান আল্লাহ তা'লাই ছিলেন। তিনিই ভয়াবহ দুর্যোগকে শান্তিতে রূপান্তরিত করেন। তিনিই সর্বদার ন্যায় জামাতের ত্রাতার ভুমিকায় অবতীর্ণ হন। এমনটি হওয়াও আবশ্যক ছিল। কেননা, এখন ইসলামের খোদা সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন যে, এই ধর্মই প্রসার লাভ করবে এবং জয়যুক্ত হবে। এই স্থানে হযরত সৈয়্যদ মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের উক্তি স্মরণে এল, তিনি বলেন,

" ইসলামের পয়গম্বারের যুগে ইসলামের সূচনা হয় এবং এটি পূর্ণতা লাভ করবে হযরত মাহদী (আঃ)-এর হাতে। "

(মনসবে ইমামত, পৃষ্ঠা-৭৬)

অতএব এটি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর প্রকৃত প্রেমী এবং একনিষ্ঠ সেবক মাহদী (আঃ) যুগ। বর্তমানে তাঁর পঞ্চম খলীফা খিলাফতের আসনে আসীন রয়েছেন এবং আল্লাহ্র বাণী এবং ইসলামের প্রসারের জন্য অহরাত্রি মগ্ন রয়েছেন। আল্লাহ তা'লা তাঁকে দীর্ঘায়ু ও সুসাস্থ্য দান করুন। এটি ইসলামের পূর্ণতা লাভের যুগ। অতএব ধন্য সেই মুসলমান যে এই ঐশী নিযামের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে ধর্মের সেবার জন্য প্রস্তুত হয়। হযরত মাহদী (আঃ) বলেন,

এখন এই বাগানেই সকল সুখ ও আরাম রয়েছে।

বিশ্ব-ইসলামের শোচনীয় দশা এবং খিলাফতের গুরুত্ব:

বর্তমানে বিশ্ব-ইসলামের শোচনীয় অবস্থা আর কারোর নিকট অবিদিত নয়। বিভিন্ন দল তাদের নিজের নিজের সুরে গান গাইছে।

তারা সেই সুরে গান গায় যে সুরে আকাশ গান গায় না।

আকাশের সুর হল খিলাফত ব্যাবস্থার স্থাপনা। খিলাফতের অভিলাষীরা এবং ইসলামের বুদ্ধিজীবিরা এই ঐশী ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বকে প্রবলভাবে অনুভব করছেন। মিল্লি পাবলিকেশন দিল্লী থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকার ৬ ও ৭ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,

" আপনাদের জ্ঞাত হওয়া দরকার যে, ইসলামী ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মুসলমান হিসেবে টিকে থাকতে হলে আমাদের মাথায় খলীফার আনুগত্যের বয়াত থাকা দরকার। এবং জ্ঞানীরাও বিষয়টি জানেন যে, একটি জাতিতে একই সময়ে দুই জন নেতা থাকতে পারে না। জাতির যাবতীয় শক্তির উৎসই হল একজন খলীফার ইঙ্গিতে সেই জাতির গতিবিধি পরিচালিত হবে। আজকে পরিস্থিতি হল সেই কেন্দ্র বা অক্ষদন্ড আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে যার চতুর্দিকে জাতি আবর্তিত হয়। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, আমাদের সম্মিলিত বহু প্রচেষ্টা এই কারণে সফল হয় না যে ঠিক শেষ মূহুর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় একাধিক নেতার আবির্ভাব হয়। জাতিকে এই ছত্রভঙ্গ অবস্থা থেকে একমাত্র খলীফাই রক্ষা করতে পারে। এই কারণে যে, মুসলমানরা ধর্মীয় দিক থেকে খলীফার আদেশকে মান্য করতে বাধ্য। কুরান মজীদে আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং পদাধিকারদের আনুগত্য করার আদেশ আছে। যারা আজ মুসলমান জাতির বর্তমানের অসহায় অবস্থা দেখে যারপরানয় বিচলিত, তাদের উচিত অবিলম্বে জাতির সেই কেন্দ্র বা অক্ষদন্ডকে খুঁজে বের করা। যদিও এটি একটি অত্যন্ত কঠিন এবং শ্রম সাধ্য কাজ। এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষই হয়তো এটিকে করনীয় বলে মনে করে। কিন্তু, এই মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কেবলমাত্র কাঠিন্যের কারণে আমাদের দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার পাওয়া থেকে বাঞ্চিত হতে পারে না।"

এরপর এই পুস্তিকাটির ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় " খিলাফতের প্রত্যবর্তন অনতিবিলম্বে" শির্ষক প্রবন্ধে লিখেন-" আল্লাহ তা'লার সাহায্য অবতীর্ণ হবে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে- এই মর্মে মু'মিনীনদের আল্লাহ্ তা'লার উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। মহানবী (সাঃ) খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কিত অনেকগুলি শুভসংবাদ আমাদেরকে দিয়েছেন। ইমাম আহমদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

এরপর সাতের পাতায়

জুমআর খুতবা

আদি থেকেই শয়তান মানুষের শত্রু হিসেবে চলে আসছে আর সে চিরকাল শত্রুই থাকবে। শয়তানের শত্রুতা প্রকাশ্য কোন শত্রুতা নয় যে, সে সামনে এসে যুদ্ধ করবে, বরং শয়তান বিভিন্ন ছল চাতুরী এবং জাগতিক লোভ লিপ্সার মাধ্যমে মানুষের অহমিকাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে নেকী বা পুণ্য থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং পাপের নিকটতর করে। কিন্তু সেই সাথে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নবী প্রেরণের ব্যবস্থার সূচনা করে মানুষকে পুণ্যের পথও অবহিত করেছেন আর সংশোধনের রীতি সম্পর্কেও তাদেরকে অবহিত করেছেন এবং তাদের ইহ ও পরকালকে সুনিশ্চিত করার যে মাধ্যম রয়েছে সে সম্পর্কেও অবহিত করেন।

এখানে এই কথাটিও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, শয়তানের হামলা বা আক্রমন আকস্মিকভাবে হয় না, সে ধীরে ধীরে হামলা করে। শয়তান মানুষের হৃদয়ে কোন ক্ষুদ্র পাপ সঞ্চারের মাধ্যমে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, এই সামান্য পাপে কিইবা যায় আসে, এটি তো তত বড় পাপ নয়। এই যে, ছোট ছোট পাপ এগুলোই পরবর্তীতে বড় পাপের কারণ হয়ে যায়।

শয়তান মিথ্যা, অন্যায়, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ-উচ্ছাস, হত্যা, উচ্চাকাঙ্খা, লোকদেখানো আর অহংকারের দিকে আহ্বান করেএবং আমন্ত্রণ জানায়।

মানুষ যদি পাপ স্বীকার করে অনুশোচনা করে আর খোদার কাছে ক্ষমা চায় তাহলে সে ক্ষমা পায় আর আশা করা যায় যে খোদা তা'লা ক্ষমা করবেন। কিন্তু শয়তান অহংকার করেছে এবং অভিশপ্ত হয়েছে।

মানুষ অনেক সময় অহংকার বুঝে উঠতে পারে না যে, তার মাঝে অহংকার রয়েছে। তাই সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।

শয়তান অনেক সময় পুণ্য বা নেকীর নামেও মানুষকে নিজের পিছনে পরিচালিত করে।

অনেকেই বাহ্যত খুবই পুণ্যবান হয়ে থাকে আর মানুষ আশ্চর্য হয় যে, সে কেন এমন পরীক্ষায় নিপতিত হল বা কোন পুণ্যার্জনে সে কেন ব্যর্থ হল। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তার সুপ্ত এবং গুপ্ত পাপ থেকে থাকে যা তাকে এই পর্যায়ে পৌঁছিয়ে থাকে।

প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর কিছু না কিছু অনিষ্ট বা পাপের উপকরণ থেকেই থাকে, আর তা-ই তার শয়তান হয়ে থাকে। যতক্ষণ তাকে হত্যা না করবে কোন সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (আঃ) -এর বাণীর আলোকে শয়তান ও তার আক্রমণ ও কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পথ প্রদর্শন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ মসজিদ-এ প্রদত্ত ১১ মার্চ, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (১১ আমান,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۔ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ۔ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۔ (النور:22)

এই আয়াতের অনুবাদ হলো, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে-ই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে (তার জানা উচিত) নিশ্চয় সে (অর্থাৎ শয়তান) অশ্লীলতা ও অপছন্দনীয় কাজের আদেশ দেয়। আর তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং করুণা যদি না হতো তাহলে তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান পবিত্র করেন। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর: ২২)

আদি থেকেই শয়তান মানুষের শত্রু হিসেবে চলে আসছে আর সে চিরকাল শত্রুই থাকবে। কিন্তু এটি এ কারণে নয় যে, তার মাঝে চিরস্থায়ীত্বের কোন বৈশিষ্ট্য আছে বরং এই জন্য যে, মানব সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন কেননা আল্লাহ্ তা'লা জানতেন যে, যারা তাঁর প্রকৃত বান্দা তারা শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে। শয়তানের শত্রুতা প্রকাশ্য কোন শত্রুতা নয় যে, সে সামনে এসে যুদ্ধ করবে, বরং শয়তান বিভিন্ন ছল চাতুরী এবং জাগতিক প্রলোভন ও লিপ্সার মাধ্যমে মানুষের অহমিকাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে পুণ্য থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং পাপের নিকটতর করে। শয়তান আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে বলেছিল যে, তুমি মানুষকে যে প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছ তার ফলে সে উভয় দিকেই আকৃষ্ট হতে পারে। আমি তাকে আমার পদাঙ্ক অনুসরন করাবো কেননা সে পাপের প্রতি তার প্রবণতা অধিক হবে। আমাকে যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি সকল দিক থেকে তার ওপর আক্রমন করবো, সকল মাধ্যমে তাকে বিভ্রান্ত করবো, আর তোমার প্রকৃত বান্দা বা যারা তোমার খাঁটি বান্দা তারা যদিও আমার আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকবে, আমার কোন ষড়যন্ত্র, কোন হামলা তাদের বিরুদ্ধে ফলপ্রসু হবে না কিন্তু তাদের ছাড়া অধিকাংশই আমার পদচিহ্ন অনুসরণ করবে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই অনুমতি দিয়েছেন আর একই সাথে এটিও বলেছেন যে, যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদেরকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।

কিন্তু সেই সাথে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নবী প্রেরণের ব্যবস্থার সূচনা করে মানুষকে পুণ্যের পথ সম্পর্কেও অবহিত করেছেন আর সংশোধনের রীতি সম্পর্কেও তাদেরকে অবহিত করেছেন এবং তাদের ইহকাল ও পরকালকে সুনিশ্চিত করার যে মাধ্যম রয়েছে সে সম্পর্কেও অবহিত করেন। আর এটিও স্পষ্ট করেন যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে সহানুভূতির ছদ্মবেশে তোমাদেরকে কল্যাণ এবং মঙ্গলের দিকে নয় বরং পাপ ও ক্ষতির দিকে আহ্বান করছে। আর যখন মানুষের হিসাব নিকাশের দিন আসবে তখন খুব সহজভাবে, ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতার সাথে সে বলবে যে, আমি তোমাদেরকে পাপ, লোভ-লালসা এবং খোদার নির্দেশ লঙ্ঘনের দিকে আহ্বান করেছিলাম ঠিকই কিন্তু তোমরা তো বিবেকবান ছিলে, তোমরা

কেন নিজেদের বিবেক খাটাওনি? কেন আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণ এবং পুণ্যের ওপর পাপের প্রতি আমার প্ররোচনাকে তোমরা প্রাধান্য দিলে। অতএব এখন নিজেদের অপকর্মের শাস্তি ভোগ কর। তোমাদের সাথে এখন আর আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের প্রতি শত্রুতা, যা আমি করেছি, এখন জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাক। অতএব শয়তান এভাবে মানুষের প্রতি শত্রুতা করে।

পবিত্র কুরআনেও বহু স্থানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শয়তানের হামলা এবং ছল চাতুরি আর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আমি যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি এই আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লা এই কথাই বলেছেন যে, শয়তান সবসময় মানুষের পিছনে লেগে থাকে। সে যখন আল্লাহ্ তা'লাকে বলেছিল যে, আমি তার ডান, বাম এবং অগ্র ও পশ্চাত থেকে হামলা করব তখন বড় দৃঢ়তা এবং অবিচলতার সাথে তার এই হামলা করার ছিল এবং সে তা করে। এমনকি শয়তান এটিও বলে যে, সিরাতে মুস্তাকীম বা সোজা পথে বসে আমি মানুষের ওপর আক্রমন করবো। এখন এক ব্যক্তি মনে করে যে, আমি সিরাতে মুস্তাকীম বা সোজা পথ অনুসরণ করছি তাই আমি শয়তানের আক্রমন থেকে নিরাপদ। কিন্তু এমন ব্যক্তির এ ধারণা ভুল বা অলীক ধারণা। যাদের ওপর খোদার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে অর্থাৎ যারা মাগযূব এবং যাল্লীন হয় তারাও তো পূর্বে সিরাতে মুস্তাকীমেরই অনুসরণ করছিল। তারাও হযরত মূসা (আ.)-এর মান্যকারী ছিল, হযরত ঈসা (আ.)-এর মান্যকারী ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তারা ভ্রষ্টতা এবং শিরকে লিপ্ত হয় এবং রসূলে করীম (সা.)-কে অস্বীকার করে বসে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ঈমান আনার পরও শয়তান মানুষের পিছু ধাওয়া ত্যাগ করে না বরং ক্রমাগতভাবে তাকে পথভ্রষ্ট করতে থাকে। অনেকেই তার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে অর্থাৎ শয়তানের কথা শুনে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, এমনকি যারা মুসলমান হওয়ার দাবি করে তারাও ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং দুরাচারী হয়ে উঠে। সুতরাং শয়তানের পক্ষ থেকে এই হুমকি গুরুত্ব দাবী করে। শুধু খোদার ফযল বা কৃপাই মানুষকে এই ভয়াবহ হুমকি থেকে রক্ষা করতে পারে এবং রক্ষা করে।

আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতের শেষের দিকে এই শব্দের মাধ্যমে মু'মিনদের প্রবোধ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা হলেন 'সামী', আল্লাহ্ তা'লা সর্বশ্রোতা। সুতরাং তাঁর দ্বারস্থ হও এবং তাঁকে ডাক। এবং অবিচলতার সাথে তাঁকে ডাকতে থাক, তাঁর দরবারে দোয়ায় সেজদাবনত থাক, তাহলে সেই খোদা যিনি সর্বজ্ঞানী এবং বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে যিনি সবিশেষ অবহিত তিনি যখন দেখবেন যে, আমার বান্দা সত্যিকার অর্থে এবং বিশুদ্ধ চিত্তে আমাকে ডাকছে তখন তিনি এমন মু'মিনদের হৃদয়ে এমন এক ঈমানী শক্তি সঞ্চার করবেন যার ফলে সে শয়তানী আক্রমন থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে, ক্রমাগতভাবে পুণ্যের মান উন্নত করার তৌফিক লাভ করবে এবং তার মাঝে পাপ থেকে বাঁচার একটি শক্তি সৃষ্টি হবে।

সুতরাং শয়তান যখন বলেছিল যে, তোমার বিশেষ বা একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া সকলেই আমার অনুসরণ করবে, তার এই উক্তি সম্পর্কে একজন বিবেকবান মানুষের ভাবা উচিত। একজন সত্যিকার মু'মিনের এটি চিন্তা করতে হবে যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লার খাঁটি বান্দা হওয়া যায়। তাঁর খাঁটি বান্দা হওয়ার জন্য এক ব্যবস্থাপত্রের কথা আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো অশ্লীলতা এবং অপছন্দনীয় বিষয় এড়িয়ে চল। অর্থাৎ প্রত্যেক এমন বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা কর যা অশালীন এবং বাজে, যা খোদার দৃষ্টিতে ঘৃণ্য। যে অশ্লীলতা এবং অপছন্দনীয় বিষয় এড়িয়ে চলবে খোদার করুণাবারি তাকে পবিত্র করবে,আর যাকে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পবিত্র করেন একমাত্র সে-ই পবিত্র। এমন পবিত্রদের কাছে এরপর আর শয়তান আসে না।

এখানে এই কথাটিও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, শয়তানের আক্রমন আকস্মিকভাবে হয় না, সে মন্থর গতিতে হামলা করে। শয়তান মানুষের হৃদয়ে কোন ক্ষুদ্র পাপ সঞ্চারের মাধ্যমে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, এই সামান্য পাপে কি-ই বা যায় আসে, এটি তো তত বড় পাপ নয়। এই যে, ছোট ছোট পাপ এগুলোই পরবর্তীতে বড় পাপের কারণ হয়ে যায় এবং মানুষকে বড় পাপে প্ররোচিত করে। ডাকাতি বা হত্যা-ই বড় পাপ গণ্য হবে এটি আবশ্যক নয়। এমন যে কোন পাপ যা সমাজের শান্তি এবং নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে তা-ই বড় পাপে পর্যবসিত হয়। তখন মানুষের এই চেতনাই হারিয়ে যায় যে, সে কি করছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি পবিত্র হতে হয়, যদি খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয় তাহলে একদিকে যেমন অবিচলতার সাথে পাপমুক্ত থাকার চেষ্টার মাধ্যমে শয়তানের পদাঙ্ক এড়িয়ে চলতে হবে তেমনি অপরদিকে স্থায়ীভাবে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করে পবিত্র হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখাও আবশ্যক। স্থায়ীভাবে প্রতিটি মুহূর্তে খোদা তা'লাকে ডাকা এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া আবশ্যক। এছাড়া শয়তানের হামলা থেকে মানুষ রেহাই পেতে পারে না।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্বৃতি উপস্থাপন করব। অনেকের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ্ তা'লা শয়তানকে কেনই বা সৃষ্টি করলেন? প্রথম দিনই তার ধৃষ্টতার জন্য শাস্তি দিয়ে তাকে ধ্বংস করলেন না কেন? প্রথম দিনই যদি তাকে ধ্বংস করে দেওয়া হতো তাহলে পৃথিবীতে আর কোন নৈরাজ্যই মাথাচাঁড়া দিত না। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর রচনাবলীর এক জায়গায় বলেন, প্রশ্ন হলো, আল্লাহ্ তা'লা শয়তানকে কেন সৃষ্টি করেছেন, কেন তাকে শাস্তি দেননি? তিনি উত্তরে বলেন যে, এর উত্তর হলো,

"সকলকেই স্বীকার করতে হয় যে, সব মানুষের জন্য দু'টো আকর্ষনী শক্তি রয়েছে। একটি আকর্ষণী শক্তি হলো পুণ্যের যা নেকীর প্রতি আকৃষ্ট করে। আর দ্বিতীয় আকর্ষণী শক্তি হলো অনিষ্টের যা পাপের প্রতি আকৃষ্ট করে। উদাহারণ স্বরূপ এই বিষয়টি সবারই জানা এবং স্বীকৃত যে, অনেক সময় মানুষের হৃদয়ে পাপের ধারণা জন্মে আর তখন সে এমনভাবে পাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় যে, মনে হয় কেউ যেন তাকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। আর অনেক সময় তার হৃদয়ে পুণ্যের ধারণা জাগ্রত হয় আর তখন সে পুণ্যের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয় যেন কেউ তাকে পুণ্যের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। আর প্রায় সময় এক ব্যক্তি পাপ করে পুনরায় পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং পাপের কারণে খুবই লজ্জিত হয় । আর অনেক সময় এমন হয় যে, এক ব্যক্তি কাউকে গালি দেয় বা প্রহার করে এবং এরপর তার অনুশোচনা হয় আর সে মনে মনে বলে যে, আমি খুবই অন্যায় কাজ করেছি, এরপর সে তার সাথে ভালো ব্যবহার করে বা ক্ষমা চায়। (আর তার মাঝে অন্যায় সংক্রান্ত অনুশোচনা জন্মে। তিনি (আ.) বলেন,) এই উভয় প্রকার শক্তি প্রত্যেক মানুষের মাঝে বিরাজমান। (আল্লাহ্ তা'লা মানব প্রকৃতিতে এগুলো সৃষ্টি করেছেন)। ইসলামী শরীয়তে পুণ্যের শক্তির নাম লিম্মায়ে মালাক বা ফিরিশতা প্রসূত ধ্যান-ধারণা রাখা হয়েছে আর পাপের শক্তিকে লিম্মায়ে শয়তান বা শয়তান প্রসূত ধ্যান-ধারণা আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি বলেন, দার্শনিকেরা শুধু এতটাই বিশ্বাস করে যে, এই উভয় শক্তি সব মানুষের মাঝে অবশ্যই বিদ্যমান (অর্থাৎ পাপের অপশক্তি এবং পুণ্যের শুভশক্তি, কিন্তু ইসলামী শরীয়ত পুণ্যের শক্তিকে লিম্মায়ে মালাক আখ্যায়িত করেছে আর পাপের অপশক্তিকে লিম্মায়ে শয়তান আখ্যায়িত করেছে।) তিনি বলেন, যদিও দার্শনিকেরা শুধু এতটাই বিশ্বাস করে যে, এই উভয় শক্তি প্রত্যেক মানুষের মাঝে রয়েছে কিন্তু খোদা তা'লা যিনি মহা অদৃশ্যের পর্দার অন্তরাল থেকেও প্রভাব প্রকাশ করেন বা প্রভাব বিস্তার করেন, অনেক দূরের এবং অনেক গুপ্ত ও সুপ্ত রহস্যও যিনি প্রকাশ করেন আর গুপ্ত ও সুপ্ত বিষয়াদিরও যিনি সংবাদ দেন, তিনি এই উভয় শক্তিকে সৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন, যে পুণ্যের প্রেরণা যোগায় তার নাম ফিরিশতা এবং রূহুল কুদ্‌স রেখেছেন আর যে পাপের প্ররোচনা দেয় তার নাম শয়তান এবং ইবলীস রেখেছেন। তিনি বলেন, কিন্তু প্রাচীন কালের বুদ্ধিমান এবং দার্শনিকেরা এটি স্বীকার করেছেন যে, ইলক্বা বা প্রেরণার বিষয়টি বৃথা নয়।"

তারা এটি মানেন যে, এই বিষয়টি একটি সঠিক ও সত্য বিষয় যে, মানব হৃদয়ে পাপের প্ররোচনাও জাগে আর পুণ্যের প্রেরণাও সৃষ্টি হয়। তিনি এটিকে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে,

"এই উভয় শক্তি সব মানুষের মাঝেই বিদ্যমান। তোমরা এগুলোকে দু'টো শক্তিও আখ্যায়িত করতে পার বা রূহুল কুদ্‌স ও শয়তান আখ্যা দিতে পার। কিন্তু যাই হোক না কেন এই দুইয়ের অস্তিত্বকে তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না। এগুলি সৃষ্টির পেছনে উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন নিজের পুণ্য কর্মের মাধ্যমে প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়। মানব প্রকৃতি যদি পুণ্য কাজ করতে বাধ্য হতো আর পাপের প্রতি স্বভাবগতভাবেই ঘৃণা রাখতো তাহলে সে নেক কর্মের বিন্দুমাত্র প্রতিদান পেত না কেননা তখন এটি তার প্রকৃতিগত বা সহজাত বিষয় হতো, কিন্তু যেখানে তার প্রকৃতি দু'টো আকর্ষণের মাঝে অবস্থান করে আর সে পুণ্যের আকর্ষণী শক্তির আনুগত্য

করে তখন এর জন্য সে প্রতিদান লাভ করে।"

তিনি বলেন, "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানব হৃদয়ে দু'ধরণের ইলক্বা বা প্রেরণার সঞ্চার হয়, একটি হলো পুণ্যের প্রেরণা এবং অপরটি পাপের প্ররোচনা। এখন এটি জানা কথা যে, জন্মের সময়ই মানুষের মাঝে এই উভয় প্রকার ইলক্বা বা প্রেরণা সৃষ্টি হতে পারে না (অর্থাৎ জন্মের সময় এগুলো তার অংশ ছিল না) কেননা এগুলো একটি অন্যটির বিরোধী বা বিপরীত। (পাপ এবং পুণ্যের মাঝে পরস্পর বিরোধ রয়েছে। এটি হতেই পারে না যে, শৈশবেই কোন বাচ্চার প্রকৃতিতে পাপ এবং পুণ্য উভয়টি বিরাজমান থাকবে।) তিনি বলেন, এগুলো পরস্পর বিরোধী এবং এগুলোর ওপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই প্রমাণিত হয় যে, এই উভয় প্রেরণা এবং প্ররোচনা বাহির থেকে আসে, (মানুষ পুণ্যের এবং পাপের প্রভাব বাহির থেকেই গ্রহণ করে। মানুষ যে ধীরে ধীরে পুণ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে যায় বা পাপের ক্ষেত্রে অধঃপতিত হয় এর প্রভাব বাহির থেকেই আসে।) তিনি বলেন, মানুষের উৎকর্ষতা এর ওপরই নির্ভরশীল আর আশ্চর্যের বিষয় হলো এই উভয় প্রকার সত্তা অর্থাৎ ফিরিশতা এবং শয়তানকে হিন্দুদের গ্রন্থও স্বীকার করে, আর অগ্নি উপাসকরাও এ দু'টোর অস্তিত্বকে স্বীকার করে। বরং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যত ঐশী গ্রন্থ এই পৃথিবীতে এসেছে তার প্রত্যেকটিতে এই উভয় অস্তিত্বের স্বীকারোক্তি রয়েছে। তাই আপত্তি করা শুধু অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ বই কিছু নয়। এর উত্তরে শুধু এতটা লেখাই যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তি পাপ এবং দুষ্কৃতি থেকে বিরত হয় না সে স্বয়ং শয়তান হয়ে যায়। যেভাবে এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, মানুষও শয়তান হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ তা'লা কেন তাদেরকে শাস্তি দেন না, এই মর্মে যে প্রশ্ন করা হয় তার উত্তর হলো- শয়তানকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কুরআনে প্রতিশ্রুত দিবসের উল্লেখ রয়েছে। তাই সেই প্রতিশ্রুত দিনের অপেক্ষায় থাকা উচিত। (আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি শাস্তি দিব এবং অবশ্যই দিব। কখন দিব? এর উত্তর হলো, এই পৃথিবীতে হোক বা পরকালে নির্ধারিত সময়ে সে অবশ্যই শাস্তি পাবে।) অনেক শয়তান ইতোমধ্যে আল্লাহ্ তা'লার হাতে শাস্তি পেয়েছে আর অনেকেই পাবে। "

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৯৩-২৯৪)

এরপর কোন কোন বিষয়ের দিকে শয়তান মানুষকে আহ্বান করে আর কোন কোন মানুষ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর এমন কি কি বিষয় আছে যা অবলম্বন করে মানুষ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে রক্ষা পায়। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"শয়তান মিথ্যা, অন্যায়, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ-উচ্ছাস, হত্যা, উচ্চাকাঙ্খা, লোকদেখানো আর অহংকারের দিকে আহ্বান করে এবং আমন্ত্রণ জানায়। অর্থাৎ বড় লোভ দেখায় এবং ভালোবাসার সাথে আহ্বান করে যে, আস এই পাপে জড়িয়ে পড়। পক্ষান্তরে রয়েছে শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণাবলী, আর তা হলো ধৈর্য, পূর্ণ নিমগ্নতা, আল্লাহ্র সত্তায় বিলীন হওয়া, নিষ্ঠা, ঈমান এবং সাফল্য, এগুলো হলো খোদা তা'লার আমন্ত্রণ। একদিকে শয়তান আমন্ত্রণ জানায় আর অপরদিকে খোদা তা'লা পুণ্যের প্রতি আহ্বান করেন জানান। আর মানুষ এই উভয় আকর্ষণী শক্তির মাঝে পড়ে আছে। অর্থাৎ এই উভয়টির মাঝে আকর্ষণকারী এক শক্তি রয়েছে। আর যার প্রকৃতি নেক বা যার ভেতরে পুণ্য রয়েছে সে শয়তান এবং তার সহস্র সহস্র আমন্ত্রণ ও প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও সেই সুস্থ প্রকৃতি, নেক স্বভাব এবং শান্তিপূর্ণ প্রকৃতির কল্যাণে খোদা তা'লার দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ শয়তান তাকে যতই হাতছানি দিক না কেন যার মাঝে আল্লাহ্ তা'লা নেক স্বভাব ও পুতঃ প্রকৃতি রেখে দিয়েছেন সে নিজের পুণ্যের কল্যাণে খোদা তা'লার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ এমন প্রকৃতি যার আছে সে-ই খোদার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর খোদা তা'লা তখন তাকে শয়তানের প্রতি ধাবিত হওয়ার পরিবর্তে খোদার দিকে ধাবিত হওয়ার তৌফিক দান করেন, আর খোদা তা'লার সত্তাতেই সে প্রশান্তি, প্রবোধ এবং নিরাপত্তা খুঁজে পায়।"

এরপর তিনি বলেন,

"প্রতিটি বস্তুর কিছু চিহ্ন, প্রতীক বা নিদর্শন থেকে থাকে। যতক্ষণ তাতে সেই চিহ্ন, প্রতীক বা নিদর্শন না থাকবে তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। দেখ! চিকিৎসকরা ঔষধ খুঁজে বের করে থাকেন। বেগুনী ফুল, শসা, শানবার এবং তুর্বদ (এগুলো এমন ফল বা গুল্মলতায় উৎপন্ন হয় এবং যা থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয়) তিনি বলেন, এসবে যদি সেই বৈশিষ্ট্য না থাকে যা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর প্রমাণিত হয়েছে যে, (এসবের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য আছে যার মাধ্যমে কতিপয় রোগ নিরাময় হয়) চিকিৎসকেরা যদি নিশ্চিত হন যে, এগুলোতে এই বৈশিষ্ট্য নেই তাহলে তারা তা পরিত্যক্ত বস্তুর মতো ছুড়ে ফেলে দেন। অনুরূপভাবে ঈমানের লক্ষণাবলীও একটি সত্য বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজ গ্রন্থে বারবার এগুলোর উল্লেখ করেছেন। এটি সত্য কথা যে, মানুষের মাঝে ঈমান প্রবেশ করতেই আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপ, পবিত্রতা, তাঁর গরিমা, তাঁর শক্তি আর সবচেয়ে বড় কথা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-র প্রকৃত অর্থ ও মর্ম তার জীবনে প্রতিভাত হয়। আর এক পর্যায়ে খোদা তার মাঝে আসন গ্রহন করেন। তখন তার ওপর এক প্রকার মৃত্যু আসে আর পাপ পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ স্বভাব তার জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়। এটিই সেই প্রকৃতির সৌভাগ্য যে, সঠিক ঈমান থাকলে পাপাচারিতা পূর্ণ জীবনের ওপর এক প্রকার মৃত্যু আসে এবং এরপর একটি নতুন জীবনের সূচনা হয়। আর সেটিই আধ্যাত্মিক জীবন হয়ে থাকে বা এভাবে বলতে পার যে, সেটি তার আধ্যাত্মিক জন্মের প্রথম দিন হয়ে থাকে। মানুষের শয়তানী জীবনের ওপর যখন মৃত্যু আসে আর একটি নবজাত শিশুর ন্যায় তার আধ্যাত্মিক জীবনের যখন সূচনা হয় ।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৯, এডিশন ১৯৮৫ লন্ডনে মুদ্রিত)

তখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে খোদার হয়ে যায়।

এরপর অহংকার এবং শয়তানের সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"সর্ব প্রথম আদমও পাপ করেছিল। ধর্মের ইতিহাসে আদমের পাপের উল্লেখ পাওয়া যায়, আর শয়তানও পাপ করেছিল। পাপ দু'টো ছিল, একটি পাপ আদম করেছিল আর অন্যটি শয়তান করেছিল। কিন্তু আদমের মাঝে অহংকার ছিল না আর এ কারণেই সে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে পাপ স্বীকার করেছে এবং তার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। এ কারণেই মানুষের ক্ষেত্রে তওবার মাধ্যমে পাপ ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায় যদি তার মাঝে অহংকার না থাকে, মানুষ যদি পাপ স্বীকার করে অনুশোচনা করে আর খোদার কাছে ক্ষমা চায় তাহলে সে ক্ষমা পায় আর আশা করা যায় যে খোদা তা'লা ক্ষমা করবেন। কিন্তু শয়তান অহংকার করেছে এবং অভিশপ্ত হয়েছে। মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যা মানুষের মাঝে নেই, যে বৈশিষ্ট্য বা শক্তি মানুষের মাঝে নেই, একজন অহংকারী অযথা নিজের জন্য সেই দাবি করে বসে। তোমার তো অহংকার করার শক্তিই নেই, তুমি কতটা যেতে পারবে এবং কত উচ্চতায় পৌঁছতে পারবে? যেখানে এই শক্তিই নেই অর্থাৎ যেখানে তোমার সবকিছু অর্জনের শক্তিই নেই সেখানে অহংকারের কারণ কি? তিনি বলেন, অহংকারের ফলে সে অনর্থক সেই বিষয়ের দাবি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় যা তার মাঝে নেই। নবীরা অনেক কুশলী হয়ে থাকেন, তাদের অনেক দক্ষতা থাকে, যার একটি হল আত্ম-বিলুপ্তি। তাঁরা নিজেদের অহমিকাকে পিষ্ট করেন, তাঁদের মাঝে আত্মম্ভরীতা থাকে না, তারা নিজেদের জীবনে এক মৃত্যু আনয়ন করেন। বড়াই বা গরিমা তো একমাত্র খোদা তা'লার জন্য। যারা অহংকার করে না এবং বিনয়াবনত জীবন কাটায় তাঁরা ধ্বংস হয় না।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮১, এডিশন ১৯৮৫ লন্ডনে মুদ্রিত)

অতএব অহংকার পরিহার কর।এগুলো হলো সেই সব বৈশিষ্ট্য যা এক মু'মিনের মাঝে থাকা উচিত বা এক মু'মিনের অবলম্বন করা উচিত। নতুবা সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। মানুষ অনেক সময় অহংকার বুঝে উঠতে পারে না যে, তার মাঝে অহংকার রয়েছে। তাই সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।

শয়তান কিভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ষড়যন্ত্র করে সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"মানুষের কাছ থেকে যদি পাপ দূরীভূত হয়ে যায় অর্থাৎ পাপাচারিতাপূর্ণ কোন কাজ যদি সে না করে, এমন কোন কাজ যদি না করে যাকে পাপ বলা যায়, তাহলে শয়তান চোখ, কান, নাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতে চায়। বাহ্যত পাপাচারিতাপূর্ণ কোন কাজ না করলেও শয়তান মানুষের চোখ, কান এবং নাকে আসন গেড়ে বসে থাকতে চায়। আর সেখানেও যদি সে নিজের নিয়ন্ত্রণ জমাতে না পারে তাহলে নিদেন পক্ষে এটি চায় যে, হৃদয়ে যেন পাপ বিরাজমান থাকে। অনেকে বাহ্যত কোন

পাপ করে না বা বড় পাপে লিপ্ত হয় না এমনকি ছোট বা ক্ষুদ্র পাপেও জড়ায় না। অনেকে সেই সুযোগই পায় না, বা পাপের কোন কারণই খুঁজে পায় না, বা কারো ভয়ে সে পাপ করে না। তো বাহ্যত এবং কার্যত তারা কোন পাপ করে না কিন্তু এরপরও শয়তানের চেষ্টা অব্যাহত থাকে। যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে মানুষের সম্পর্ক না থাকে তাহলে সে কোন না কোন ভাবে মানুষের ভিতর পাপের বীজ বপন করতে চায়, তার হৃদয়ে আসন পেতে বসতে চায়। তিনি বলেন, শয়তান নিজের অপচেষ্টাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায় কিন্তু যে হৃদয়ে খোদাভীতি থাকে সেখানে শয়তানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যদি কোন হৃদয়ে খোদার ভয় থাকে তাহলে প্রশ্নই উঠে না যে, শয়তান সেই হৃদয়ে পাপের বীজ বপন করতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, অবশেষে শয়তান এমন ব্যক্তির বিষয়ে নিরাশ হয়ে যায় এবং তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায়। নিজের বড়াই বা অহমিকায় ব্যর্থ হয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে তাকে সেখান থেকে চলে যেতে হয় এবং সে হতভাগা হয়ে সেখান থেকে চলে যায়।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০১-৪০২, এডিশন ১৯৮৫ লন্ডনে মুদ্রিত)

আসল বিষয় হলো, মানুষের হৃদয়ে খোদাভীতি বিরাজ করা। খোদাভীতি যদি থাকে তাহলে মানুষ অনেক পাপ এড়াতে সক্ষম হয়। এক চোরও যদি চুরি করার সময় জানতে পারে যে, এক শিশু তাকে দেখছে তাহলে সেই শিশুকেও তখন সে ভয় করে। অতএব যতদিন এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি না হবে বা যতক্ষণ হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল না হবে যে,আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতিটি কর্মকে দেখছেন, ততক্ষণ মানুষের জন্য পাপ এড়ানো সম্ভব নয়।

শয়তান অনেক সময় পুণ্য বা নেকীর নামেও মানুষকে নিজের পিছনে পরিচালিত করে। একবার কোন বৈঠকে ইলহাম এবং 'হাদীসুন্নাফস' অর্থাৎ মনগড়া কথার মাঝে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা হয় যে, এ সংক্রান্ত অনেক জটিল দিক রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অনেকেই মনগড়া কথা বা শয়তানের প্ররোচনা আর আল্লাহ্ তা'লার ইলহামের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। আসলে কোন মনগড়া কথা বা শয়তানের প্ররোচনা হয়ে থাকে কিন্তু সেটিকে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম ভেবে বসে আর এভাবে প্রতারিত হয়। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে কথা আসে তা প্রতাপান্বিত এবং প্রশান্তিকর হয়ে থাকে, হৃদয়ে দৃঢ়তার সাথে তা প্রবেশ করে, আল্লাহ্র হাত থেকে তা উৎসারিত হয়, এর সমকক্ষ কোন শব্দ বা বাক্য হতে পারে না, এটি লৌহ দন্ডের ন্যায় হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আছে, اِنَّا سَنُلْقِیْ عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیْلًا (সূরা মুযাম্মিল: ০৬) অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি এক অত্যন্ত ভারী বাণী অবতীর্ণ করতে যাচ্ছি। 'সাকীল' শব্দের অর্থ এটিই। কিন্তু শয়তান এবং প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা এমন হয় না। অবাধ্য প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা আর শয়তান যেন একই বিষয়ের দু'টো ভিন্ন নাম। দু'টো শক্তি মানুষের চির সাথী যার একটি হলো ফিরিশতা অপরটি হলো শয়তান। অর্থাৎ তার পায়ে যেন দু'টো রশি বাধা আছে। ফিরিশতা পুণ্যের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে বা উৎসাহিত করে, যেভাবে কুরআনে আছে اَیَّدَھُمْ بِرُوْحٍ مِّنْہُ (সূরা মুজাদিলা: ২৩) অর্থাৎ নিজের বাণী অবতীর্ণ করার মাধ্যমে তাদের সাহায্য করেছেন। আর শয়তান পাপে উৎসাহিত করে, যেভাবে কুরআনে আছে یُوَسْوِسُ (সূরা নাস: ০৬)। এই উভয়টিকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আলো ও অন্ধকার সহাবস্থান করে। কোন জিনিষের জ্ঞান না থাকার অর্থ এটি নয় যে, সেই জিনিষের অস্তিত্বই নেই। কোন কথার যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে এর অর্থ এটি করা যাবে না যে, সেই কথার কোন অস্তিত্বই নেই। তিনি বলেন, এই জগৎ ছাড়াও আরো সহস্র সহস্র বিস্ময়কর বিষয়াদী রয়েছে। এই বিশ্বজগত যা একটি অসাধারণ বিস্ময়, এছাড়াও খোদা তা'লার সহস্র সহস্র বিস্ময় রয়েছে।

তিনি বলেন, قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (সূরা নাস: ০২) আয়াতে শয়তানের সেই সব কুমন্ত্রণারই উল্লেখ রয়েছে যা সে আজকাল মানুষের হৃদয়ে সঞ্চার করছে। বিশেষ করে বর্তমান যুগে, যেটিকে আধুনিক যুগ বলা হয় এবং যে যুগে মানুষ খোদা তা'লাকে ভুলতে বসেছে, শয়তানই সত্যিকার অর্থে হৃদয়ে কুমন্ত্রণা সঞ্চার করছে। আর সবচেয়ে বড় কুমন্ত্রণা হলো, রোবুবিয়্যত সম্পর্কে কুমমন্ত্রণা সৃষ্টি করা যেভাবে সম্পদশালীদের হাতে প্রভূত ধন-সম্পদ দেখে মানুষ বলে বসে যে, এরাই লালন-পালনকারী। (এরাই আমার সব কিছু।)

এরপর শয়তান কিভাবে কুমন্ত্রণা জোগায় এ সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে, আর যে, 'ধনীরাই আমাদের চাহিদা পুরণ করে বা অভাব দূর করে বা আল্লাহ্ ছাড়াও কোন অস্তিত্ব আছে যে আমাদের অভাব মোচন করতে পারে'-এই কুমন্ত্রণা থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,এ কারণেই প্রকৃত প্রভু প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই দোয়া কর যে, আমি মানব জাতির প্রকৃত প্রতিপালকের আশ্রয়ে আসতে চাই। এরপর মানুষ দুনিয়ার বাদশাহ্ এবং শাসকদেরকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান আখ্যা দেয়। এর উত্তরে বলা হয়েছে مَالِکِ النَّاسِ (সূরা নাস: ০৩) অর্থাৎ মানুষের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ্ তা'লা। মানুষের কুমন্ত্রণার ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, সে সৃষ্টিকে খোদার সমকক্ষ জ্ঞান করে বসে এবং আশা-আকাঙ্খা ও ভয়কে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে । এই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে اِلٰہِ النَّاسِ (সূরা নাস: ০৪) অর্থাৎ তোমাদের একমাত্র উপাস্য হলেন আল্লাহ্ তা'লা। এই হলো তিনটি কুমন্ত্রণা যা দূরীভূত করার জন্য সূরা নাসে উপরোক্ত তিনটি আশ্রয়স্থলের উল্লেখ করা হয়েছে। আর যে এসব কুমন্ত্রণা সঞ্চার করে সে খান্নাস বা শয়তান হয়ে থাকে, তৌরাতে ইবরানী ভাষায় তার নাম 'নাহাস' রাখা হয়েছে যে হাওয়ার কাছে এসেছিল এবং যে অতর্কিত আক্রমণ করে। এই সূরায় তার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এটি থেকে বুঝা গেল যে, দাজ্জালও জোর জবরদস্তি করে কিছু করবে না বরং গুপ্ত হামলা করবে যেন কেউ জানতেই না পারে।" (বর্তমানে ইহজাগতিক চাকচিক্য, আধুনিক যুগের নিত্যনতুন আবিষ্কারাদি বা আধুনিক শিক্ষার নামে খোদা এবং ধর্মের সাথে যে দূরুত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় এর পিছনে বিভিন্ন সরকার এবং বড় বড় সংগঠন সমূহ কলকাঠি নাড়ছে। মানবাধিকারের নামে বিভিন্ন কথা বলা হয় যে, দেখ! ধর্ম তোমাদের স্বাধীনতা খর্ব করছে অথচ মানবাধিকারের দাবি হলো মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করা, তো এমন সব কথা ধীরে ধীরে মানুষের হৃদয়ে সঞ্চার করা হয় আর এ যুগে শয়তান এসব কাজ করছে। বিভিন্ন সরকারও এর পিছনে কলকাঠি নাড়ছে আর নারী অধিকারের নামে বা মানবাধিকারের নামে যা আমি পূর্বেই বলেছি বিভিন্ন সংগঠন এই অপকর্ম করছে। যেখানেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার বা দূরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেখানেই সবার বোঝা উচিত, সকল আহমদীর বোঝা উচিত এবং সকল মু'মিনের বোঝা উচিত যে, এখানে শয়তান আমাদের ওপর হামলা করতে যাচ্ছে আর এরাই হলো দাজ্জালী অপশক্তি যা আমাদের ওপর হামলা করছে।)

এরপর তিনি বলেন, "এটি ভুল কথা যে, শয়তান স্বয়ং হাওয়ার কাছে গিয়েছিল বরং বর্তমানে সে যেভাবে গুপ্ত হামলা করে তখনও তাই করেছিল। সে এমন কোন ব্যক্তি বা সত্তা ছিল না যা হাওয়ার কাছে গিয়েছিল বরং সে এভাবেই কুমন্ত্রণা সঞ্চার করেছিল। সে কারো হৃদয়ে কুমন্ত্রণা সঞ্চার করে আর সেই কুমন্ত্রণাই শয়তানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। কোন এক ধর্ম বিরোধীর হৃদয়ে শয়তান এই কুমন্ত্রণা সঞ্চার করে। আর আদম যে জান্নাতে থাকতেন সেটিও এই পৃথিবীতেই ছিল, তা বায়ু মণ্ডলে ঝুলন্ত কোন জান্নাত ছিল না। কোন পাপাচারীর তাঁর হৃদয়ে এই কুমন্ত্রণা সঞ্চার করে।

পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরাতেই আল্লাহ্ তা'লা এই তাকিদপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন যে, " الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ এবং الضَّآلِّیْنَ -দের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ হে মুসলমানগণ তোমরা ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের অভ্যাসে অভ্যস্ত হবে না। এতে একটি ভবিষ্যদ্বাণীও অন্তর্নিহিত আছে যে, কিছু মুসলমান এমন করবে অর্থাৎ একটি যুগ এমন আসবে যখন তাদের মাঝে অনেকেই ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কদাচারে অভ্যস্ত হবে কেননা নির্দেশ সব সময় এমন বিষয়েই দেওয়া হয় যে বিষয় সম্পর্কে এই আশঙ্কা থাকে যে, কিছু মানুষ এই নির্দেশ লঙ্ঘন করবে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৪-২৪৫, এডিশন ১৯৮৫ লন্ডনে মুদ্রিত)

ধর্মকে সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, মানুষ দু'ধরণের হয়ে থাকে। একটি শ্রেণী তারা, যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্যে মগ্ন হয়ে যায়। আর শয়তান তাদের মাথায় ভর করে। আমার কথার অর্থ এটি নয় যে, ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ। না, বরং সাহাবীরাও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। কিন্তু তাঁরা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর সেই সাথে ইসলাম সম্পর্কে সত্যিকার বা প্রকৃত জ্ঞান যা তাদের হৃদয়কে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ করে বা

সমৃদ্ধ করে, সেই ঈমানও অর্জন করেছেন। এ কারণেই কোন ক্ষেত্রে শয়তানের আক্রমণে তারা দোদুল্যমান হন নি, আর কোন কিছুই সত্যের বহিঃপ্রকাশ থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে পারে নি। আমার কথার একমাত্র অর্থ হলো, যারা সম্পূর্ণভাবে বস্তুবাদীতার দাস হয়ে যায় এবং জগৎ পুজারী হয়ে যায়, এমন মানুষের ওপর শয়তান প্রভুত্ব করে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো তারা, যারা ধর্মের উন্নতির চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। এই দলকে 'হিযবুল্লাহ' বলা হয় আর এরাই শয়তান আর তার বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়। ধনসম্পদ যেহেতু ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় তাই আল্লাহ্ তা'লাও ধর্মের উন্নতি এবং ধর্মের সন্ধানকে এক প্রকার ব্যবসা আখ্যায়ীত করেছেন। ধর্মের সন্ধান অর্থাৎ সত্য ধর্মের তালাশ এবং ধর্মের উন্নতির চেষ্টা, এটিও এক ধরনের ব্যবসা। জাগতিক ধন-সম্পদ তো এই পৃথিবীতেই থেকে যাবে কিন্তু এই সম্পদ বা এই বাণিজ্য পরবর্তী জীবনেও কাজে আসবে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ (সূরা সাফ: ১১)। " অর্থাৎ আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসা বা বাণিজ্যের সংবাদ দিব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বা আযাব থেকে রক্ষা করবে। তিনি বলেন, সবচেয়ে উন্নত ব্যবসা হলো, ধর্মের উন্নতির ব্যবসা করা যা মানুষকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করে। তাই আমিও আল্লাহ্ তা'লার ভাষায় তোমাদেরকে বলছি, জামাতকে সম্বোধন করে তিনি বলেন যে, هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৩-১৯৪, এডিশন ১৯৮৫ লন্ডনে মুদ্রিত)

সুতরাং আমাদের এমন ব্যবসা বাণিজ্যই করা উচিত, সেই সব পথ অনুসরণের চেষ্টা করা উচিত, যে পথের দিকে যুগ ইমাম এবং খোদার প্রেরীত ব্যক্তি, প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদী আমাদেরকে ডাকছেন যেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারি।

এরপর গুপ্ত-সুপ্ত পাপ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই পাপ এড়িয়ে চল। তিনি বলেন,

"কেউ যখন সমস্যা কবলিত হয় তখন এর জন্য সত্যিকার অর্থে মানুষ নিজেই দায়ী হয়ে থাকে।" (কোন সমস্যা কবলিত হওয়ার পর এই কথা বলা যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই সমস্যা এসেছে এটি ঠিক নয় বরং মানুষ নিজেই দোষী হয়ে থাকে) "এটি আল্লাহ্ তা'লার দোষ নয়। অনেকেই বাহ্যত খুবই পুণ্যবান হয়ে থাকে আর মানুষ আশ্চর্য হয় যে, সে কেন এমন পরীক্ষায় নিপতিত হল বা কোন পুণ্যার্জনে সে কেন ব্যর্থ হল। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তার সুপ্ত এবং গুপ্ত পাপ থেকে থাকে যা তাকে এই পর্যায়ে পৌঁছিয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু অতীব ক্ষমাশীল এবং মার্জনা করে থাকেন, তাই মানুষের গুপ্ত এবং অপ্রকাশিত পাপ কারো জানা থাকে না। কিন্তু গুপ্ত পাপ প্রকাশিত পাপের চেয়েও বেশি ঘৃণ্য হয়ে থাকে। পাপ আসলে বিভিন্ন ব্যধির মত, বড় বড় রোগ-ব্যধি সবার চোখে পড়ে যে, অমুক রোগে আক্রান্ত কিন্তু কিছু এমন গুপ্ত এবং সুপ্ত ব্যধি আছে যে, অনেক সময় রোগী নিজেও বুঝে উঠতে পারে না যে, আমি কোন হুমকির সম্মুখিন। টিবি বা যক্ষা এমনই একটি রোগ, অনেক সময় প্রথম দিকে চিকিৎসকও এটিকে বুঝে উঠতে পারে না আর একপর্যায়ে রোগ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, এমনকি অনেক সময় শেষ পর্যায়ে গিয়ে জানা যায়। কিছু মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকে, বাহ্যত তাদেরকে ভালো ও সুস্থ্য মানুষ বলে মনে হয় কিন্তু হঠাৎ একদিন জানা যায় যে, সে ক্যান্সারে আক্রান্ত আর এমন স্টেইজে পৌঁছে গেছে যা দূরারোগ্য হয়ে গেছে এবং ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ে আর কয়েক মাসের ভিতরেই মানুষ মারা যায়। যেভাবে রোগের কথা বোঝা যায় না একইভাবে মানুষের আভ্যন্তরীন পাপ রয়েছে যা ধীরে ধীরে তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে। আল্লাহ্ তা'লা যদি নিজ সন্নিধান থেকে করুনা করেন তাহলেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কুরআনে আছে قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰٮهَا (সূরা শামস: ১০) অর্থাৎ যে আত্মশুদ্ধি করেছে সে-ই সফলকাম হয়েছে। কিন্তু আত্মশুদ্ধিও এক প্রকার মৃত্যুরই নামান্তর, যতক্ষণ সমস্ত ঘৃণ্য স্বভাব এবং চরিত্র পরিত্যাগ না করা হবে আত্মশুদ্ধি কি করে সম্ভব হতে পারে।" (যত বাজে, ঘৃণ্য, হীন ও ইতর বদঅভ্যাস রয়েছে, তা যতদিন পরিত্যাগ না করবে যার ওপর শয়তান পরিচালনা করতে চায় অর্থাৎ শয়তান যে অশ্লীলতা ও অপছন্দনীয় পথে পরিচালিত করতে চায়, 'মুনকার' শব্দের অর্থই হলো এমন সব বিষয় যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়, যতক্ষণ সকল নীচ ও ইতর অভ্যাস পরিত্যাগ না করা হবে ততক্ষণ আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়)

" প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর কিছু না কিছু অনিষ্ট বা পাপের উপকরণ থেকেই থাকে, আর তা-ই তার শয়তান হয়ে থাকে। যতক্ষণ তাকে হত্যা না করবে কোন সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। "

(মালফুযাত,৯ ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮০-২৮১, এডিশন ১৯৮৫ লন্ডনে মুদ্রিত)

অতএব যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রতিটি মূহুর্ত খোদার আশ্রয়ের প্রয়োজন রয়েছে এবং আত্মজিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন রয়েছে।

শয়তানকে মারার জন্য কি প্রয়োজন এবং কিভাবে আমাদের প্রদক্ষেপ নেওয়া উচিত- এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"নবীরা খোদার বিকাশস্থল এবং খোদা দর্শনের আয়না হয়ে থাকেন। আর সত্যিকার মুসলমান এবং সত্যিকার বিশ্বাসী তারা হয়ে থাকে যারা নবীদের গুনাবলীর প্রকাশক হয়। সম্মানিত সাহাবীগণ এ রহস্যকে অনুধাবন করেছেন, আর তারা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে এমনভাবে বিলীন হয়েছেন, এমনভাবে আত্মবিলুপ্তির পথ বেছে নিয়েছেন যে, তাদের সত্তায় আর কিছুই অবশিষ্টই থাকে নি। যে-ই তাদেরকে দেখতো, খোদার মাঝে বিলীন পেত, খোদার সত্তাকে পাওয়ার চেষ্টায় আর রসূলে করীম (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অবলম্বনের প্রচেষ্টায় তারা নিমগ্ন ছিলেন। স্মরণ রেখ! এ যুগে যত দিন সেই আনুগত্য এবং সেই বিলীনতা, সেই আত্মবিলুপ্তির বৈশিষ্ট্য যা সাহাবীদের মাঝে ছিল, না হবে ততদিন মুরীদ বা ভক্তকুলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি সত্য প্রমাণিত হতে পারে না। এ কথা ভালোভাবে হৃদয়ে গেঁথে নাও, যতদিন খোদা তোমাদের হৃদয়ে আসন গ্রহণ না করবেন এবং ঐশী গুনাবলীর বৈশিষ্ট্য তোমাদের মাঝে প্রকাশ না পাবে ততদিন শয়তানী রাজত্ব তোমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৮-১৬৯, এডিশন ১৯৮৫ লন্ডনে মুদ্রিত)

খোদা তা'লা আমাদেরকে একশত ভাগ খোদা তা'লার হয়ে যাওয়ার তৌফিক দিন। সমস্ত অশ্লীলতা এবং অপছন্দনীয় বিষয় থেকে আমরা যেন মুক্ত থাকতে পারি, সকল পাপ থেকে যেন নিরাপদ থাকি, সকল অহংকার থেকে যেন দূরে থাকি, আত্মশুদ্ধির চেষ্টা যেন অব্যাহত রাখি, এবং আমরা যেন খোদার কৃপাভাজন হতে পারি। আমাদের দৃষ্টি সদা সর্বদা যেন খোদার সত্তায় নিবদ্ধ থাকে, সব সময় তিনিই যেন আমাদের প্রতিপালক প্রমাণিত হন। বাদশাহ্ হিসেবে সব সময় আমাদের হৃদয়ের ওপর যেন তাঁরই নিয়ন্ত্রণ থাকে, তিনিই যেন আমাদের উপাস্য হন আর সব সময় আমরা যেন তাঁকেই ডাকি আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে যেন আমরা মুক্ত থাকতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

দুয়ের পাতার পর...

" মহানবী (সাঃ) বলেছেন -তোমাদের মাঝে যতদিন নবুয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন আল্লাহ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'লা যখন এটির অবসান চাইবেন তখন তিনি সেটিকে শেষ করবেন। অতঃপর খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হবে যা আল্লাহ তা'লা প্রতিষ্ঠিত রাখবেন যতদিন তিনি চাইবেন। এর পর তিনি শেষ করে দিবেন। এর পর এর স্থানে সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্য বিস্তার কারী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'লা চাইবেন তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর আল্লাহ সেটিকে শেষ করে দিবেন যখন তিনি চাইবেন। এর পর জুলুমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। যা ততদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন আল্লাহ তা'লা চাইবেন। এর পর আল্লাহ তা'লা যখন এটিকে শেষ করতে চাইবেন তিনি শেষ করে দিবেন। অতঃপর খিলাফতে রাশেদা পুণঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এর পর তিনি নীরব হয়ে যান।

এই হাদিসটি নবুয়তের চিহ্নাবলীর মধ্য থেকে একটি। কেননা এটি অদৃষ্টের সংবাদ প্রদান করে। এই হাদিসে নবুয়ত, খিলাফত, সাম্রজ্য বিস্তারকারী রাজত্ব, এবং অত্যাচারীর রাজত্বের যে উল্লেখ রয়েছে সেগুলির অধিকাংশই প্রকাশ পেয়েছে। এখন দেখার বিষয় হল, হাদিসের শেষাংশটি। অর্থাৎ খিলাফতের রাশেদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।"

(খিলাফত, তামাম মাসায়েল কা হাল- প্রকাশক: মিল্লি পাবলিকেশনস, নিউ দিল্লী)

সব শেষে আল্লাহ তা'লার নিকট দোয়া এই যে, তিনি যেন সারা বিশ্বকে প্রকৃত ইসলামী খিলাফত আহমদীয়ার ছত্রছায়ার পুরস্কারে ধন্য করেন। (আমীন)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday,14 April 2016 Issue No. 6

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

একের পাতার পর...

গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বার বার অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, যদি তোমরা আঁ হযরত (সাঃ)-কে অস্বীকার কর তাহা হইলে তোমরা আমাদের হাত হইতে মুক্তি পাইবে। কিন্তু তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই এবং এই পথে প্রাণ দেন। এই সকল কথা ইসলামের ঘটনাপঞ্জীতে এইরূপ খ্যাত যে, ইসলামের ইতিহাসের সহিত যাহার সামান্য পরিচিতও আছে সে আমার এই বর্ণনা অস্বীকার করিবে না।

টিকা:

(৫) যদি ইহা সত্য হয় যে, নবীগণের অস্বীকারকারী ও দুশমনেরা কেবল নিজেদের মনগড়া তৌহিদের দরুন কেয়ামতের দিন কোন শাস্তি না পাইয়া মুক্তি পাইয়া যাইবে তবে নবীগণ নিজেরাই এক ধরণের শাস্তিতে নিপতিত হইয়া যাইবেন যখন তাহারা নিজেদের ঘোরতর শত্রু ও অস্বীকারকারী এবং অবমাননাকারীদিগকে বেহেশতের আসনে অধিষ্ঠিত দেখিবেন এবং নিজেদের ন্যায় তাহাদিগকে সব ধরণের সুযোগ সুবিধা ও পুরস্কার পাইতে দেখিবেন এবং ইহাও সম্ভব যে, ঐ সময়েও তাহারা বিদ্রুপ করিয়া নবীগণকে বলিবে যে, তোমাদের অস্বীকার ও অবমাননা করায় আমাদের ক্ষতি হইয়াছে? তখন বেহেশতে থাকা নবীগণের জন্য তিক্তকর হইয়া পড়িবে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১১-১১৪)

জলসা মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস

ডায়মন্ড হারবার- গত ২৩/০৩/২০১৬ আল্লাহতালার অনুগ্রহে মসীহ্ মওউদ দিবস উপলক্ষ্যে ডায়মণ্ড হা:বা: জামাতের মসজিদে,মগরীব এবং ঈশা নামাজ জমা করে পড়ানোর পরে, জনাব কবিরুদ্দীন সাহেব এর সভাপতিত্বে পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসা শুরু হয়। নজম পাঠের পর ধারাবাহিক ভাবে এই দিবস সম্পর্কে চার জনের বক্তৃতা হয়। জনাব মনসুর মালী সাহেব, কাজী আয়াজ সাহেব, মহবুব আল আনাম সাহেব এবং খাকসার সেখ ইস্রাফিল । এর পর যারা কোরান করীম বিসমিল্লা করেছে তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ হয়। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে এই পবিত্র জলসা সমাপ্ত হয়। উপস্থিতিদের কে টিফিন দেওয়া হয়। (খোদাতালা যেন বিশ্ববাসীকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) কে মান্য করার তৌফিক দিন আমিন।

সংবাদদাতা: সেখ ইস্রাফিল মোয়াল্লেম, ডায়মন্ড হারবার।

এছাড়া গত ৬ই এপ্রিল,২০১৬ তারিখে মসজিদে ফজল কবিরা-তে এবং ৭ ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে জামাত আহমদীয়া জয়নগরে জলসা মসীহ মাওউদ দিবস পালিত হয়।

সংবাদ দাতা: রাকিবুল ইসলাম, নায়েব ইনচার্জ, দঃ ২৪ পরগনা

ভুল সংশোধন

খণ্ড নম্বর ১, সংখ্যা নম্বর ২ এবং ৩-এর ২ নম্বর পৃষ্ঠায় শিরোনামে 'জ্ঞানভিত্তিক' শব্দটি ভুল বশতঃ এসেছে এবং এই লাইনেই 'হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)' -স্থানে 'হযরত মুসলেহ মওউদ(সাঃ)' ভুলবশতঃ এসে গেছে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

বিশেষ ঘোষণা

হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) জামাতের প্রত্যেক সদস্যদের প্রতি সপ্তাহে একটি করে নফল রোযা রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। অতএব হুযুর (আইঃ)-এর এই আহ্বানে সাড়া দিতে প্রত্যেক আহমদীর নিকট সপ্তাহে একটি করে নফল রোযা রাখার আবেদন জানানো হচ্ছে।

নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।
(আল-কুরআন)

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে, গত ২রা এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার হড়হড়ি জামাতের মির্যা আব্দুল কাউয়ুম সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন।

তিনি ১৯৭১ সালে সপরিবারে মাননীয় মাশরেক আলি সাহেবের হাতে বয়াত গ্রহণ করে জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হন। বয়াত গ্রহণের পর তাঁকে আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীদের কাছ থেকে নানান লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল। তা সত্বেও তিনি ঈমানের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন। সেই বছরগুলিতে তিনি ভয়াবহ আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে কালপাত করেছেন। কিন্তু চাঁদার প্রসঙ্গে তিনি কোনরূপ সামঝোতা করেন নি। নিজের আয় হিসেব করে সঠিক হারে তিনি আমৃত্যু চাঁদা প্রদান করে গেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর কোন ব্যতিক্রম হত না।

তবলীগের কাজে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং এক্ষেত্রে তিনি পারদর্শীও ছিলেন। কুরান ও বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক অধ্যায়ন করাকে তিনি যথারীতি উপভোগ করতেন। এবং নিজের অধ্যায়ন লব্ধ জ্ঞান অপরের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি ব্যকুল থাকতেন। তাঁর দীর্ঘ দিনের তবলীগ কার্য এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলস্বরূপ মুর্শিবাদ ও বীরভূম জেলার কয়েকটি স্থানে জামাতে আহমদীয়ার চারাবৃক্ষ রোপিত হয়। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা, আইড়মারী, বাগডাঙ্গা এবং বীরভুম জেলার নলহাটি এগুলির মধ্যে অন্যতম।

আল্লাহ তা'লা তাঁর খিদমতকে গ্রহণীয়তার মর্যাদা দান করুক। আমীন।

আল্লাহর ফজলে তিনি মুসী ছিলেন।

অনুরূপভাবে গত ২রা মার্চ, ২০১৬ তারিখে বাঁশড়া জামাতের শেখ রওশন আলি সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন।

তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ জামাতে বিভিন্ন উচ্চ পদে থেকে খিদমত করে গেছেন। মাস্টার মাশরেক আলি সাহেব আমীর থাকাকালীন তিনি তাঁর নায়েব বা সহকারী হিসেবে দীর্ঘ দিন খিদমত করেছেন। এছাড়া বাংলা মাসিক পত্রিকা আল-বুশরার তিনি ম্যানেজারের পদেও ছিলেন। তিনি স্থানীয় জামাতের সদর ছাড়াও নাযিম আনসারালুল্লাহর পদেও দীর্ঘ দিন যাবৎ খিদমত করেছেন।

তিনি নিজের এলাকা ক্যানিং মহাকুমার বিভিন্ন রকমের খেলাধূলা পরিচালনা এবং রেফারী হিসেব তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর মৃত্যুতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ক্লাবগুলি শোক জ্ঞাপন করে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন।

আল্লাহ তা'লা তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য্য এবং অবিচলতা দান করুক এবং মরহুমীনদের মাগফেরাত করুক এবং পদ মর্যাদা উন্নীত করুক। আমীন॥

জলসা সীরাতুন্নাবী (সাঃ) ঘুটিয়ারী শরীফ

গত ৩রা এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে জামাত আহমদীয়া ঘুটিয়ারী শরীফে জলসা সীরাতুন্নাবী (সাঃ)-এর আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুর রউফ সাহেব, জেলা আমীর দঃ ২৪ পরগনা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাদিয়ান থেকে আগত হাফিয আবু জাফর সাদিক সাহেব। এছাড়া বিভিন্ন আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন। সরাসরি সম্প্রচার সত্যের সন্ধান অনুষ্ঠান থাকার কারণে জলসা আসরের নামাযের পর শুরু হয়। এবং রত্রি সাড়ে ৭টা পর্যন্ত জলসা চলতে থাকে। রাত সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত সরাসরি সম্প্রচার সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান দেখানো হয়। এই জলসা এবং লাইভ অনুষ্ঠানে পুরুষ,মহিলা ও শিশু সমেত মোট ১৫০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এবং কিছু সংখ্যক অ-আহমদী সদস্যও এই জলসা এবং সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ দাতা: রাকিবুল ইসলাম, নায়েব ইনচার্জ, দঃ ২৪ পরগনা

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian, Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir